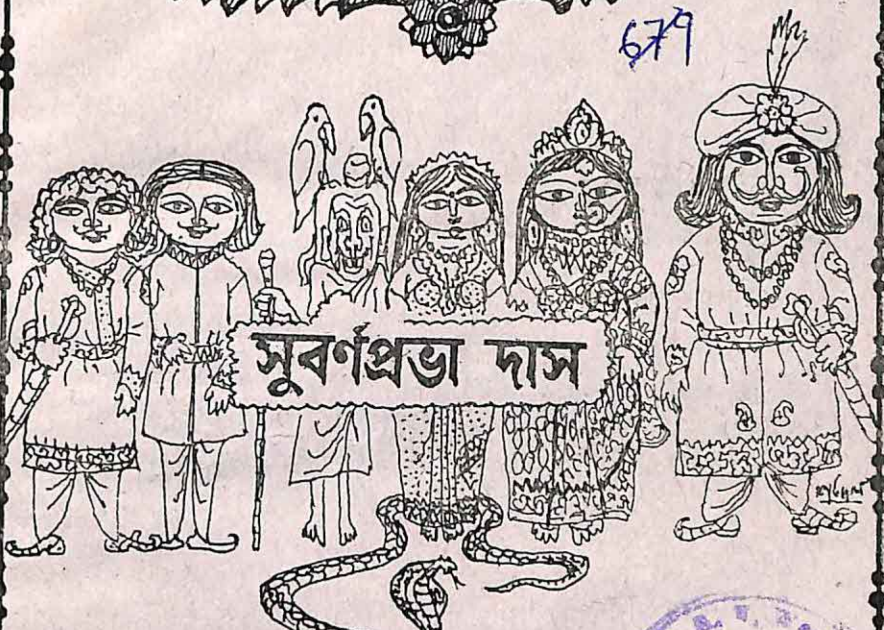
বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প



সুবর্ণপ্রভা দাস

B·P
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন• কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রী সুরেশ দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকার
শিল্পী ঃ
শতদল ভট্টাচার্য্য

মূল্য—১০ টাকা

মুদ্রণে ঃ
ফুল্লরা প্রিণ্টার্স
১১৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

ভূমিকা

এই কাহিনীর লেখিকা ৺সুবর্ণপ্রভা দাসের (জন্ম সঃ ১৯১৬ ও মৃত্যু সঃ ১৯৮৫।) যদিও স্কুলের পড়াশোনা পূর্ণ হবার আগেই ১৩ (তের) বছর বয়সে ওনার বিবাহ হয় তথাপি পড়াশোনার প্রতি ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। নিজের চেষ্টাতে উনি হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় প্রভুত জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। উনি গল্প বলতে খুব ভাল বাসতেন। ছোটরা তাঁর মুখে নানান রকম গল্প শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তারই কিছু গল্প উনি নিজের হাতে লিখেও রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্ত্তমান গল্পটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তাঁর গল্প রচনার বিশেষ কুশলতার এক ঝলক এই কাহিনীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আদরের ছোট বন্ধুরা যাতে এই গল্পটি পড়ে আনন্দ পায় সেই জন্য এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হল।

বোম্বাই —জয়শ্রী বসাক

২৩।৫।৮৮

এক

এক রাজ্যে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র দুজনে খুব বন্ধু ছিল। ছোট বেলা থেকেই বন্ধুত্ব এত গভীর ছিল, যে কেউ কাউকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারত না।

ছোট বেলা থেকে দুজনে এক সঙ্গে খেলা কোরছ। এক সঙ্গে লেখাপড়া, বিদ্যা শিক্ষা, অস্ত্রচালনা, ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধকরা ও শিকার করা সবই দুজনে মিলে কোরত। এই ভাবে দুজনে বড় হয়েছে।

রাজামশায় কিন্তু ছেলের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের এত বন্ধুত্ব ও মাখামাখি পছন্দ করতেন না। রাজামশায় সব সময় রাজপুত্রকে বলতেন—তুমি হচ্ছ রাজার ছেলে, একদিন রাজা হবে। আর মন্ত্রীপুত্র হবে তোমার মন্ত্রী। মন্ত্রী মশায় যেমন আমার অধীনে কাজ করে, আমার হুকুম পালন করে, মন্ত্রীপুত্রও তোমার মন্ত্রী হয়ে তোমার অধীনে থাকবে ও তোমার আজ্ঞামত কাজ করবে। তার সঙ্গে এমন সমান সমান বন্ধুত্ব করলে রাজার সম্মান থাকে না। তুমি মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ছেড়ে দাও।'

কিন্তু রাজপুত্র সে কথা শোনে না। বলে, ছোট বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। দুজনে দুজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, বন্ধুত্বের মধ্যে আবার ছোট বড় কি? মন্ত্রীপুত্র আমার অন্তরের বন্ধু, তাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

রাজামশায় খুব রাগ করেন কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই শোনে না।

রানীমাও ছেলেকে অনেক করে বোঝালেন—রাজামশায় যা বলছেন, ঠিকই বলছেন। তুমি এখন বড় হয়েছ। শীঘ্রই রাজা

হবে। মন্ত্রীপুত্রও মন্ত্রী হবে। তার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব শোভা পায় না। তুমি বন্ধুত্ব ছেড়ে দাও।

রাজপুত্র বলে—'তাহলে আমার রাজত্ব চাই না। বন্ধুত্ব আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।'

রাজা ও রানী তখন কি করে তাদের বন্ধুত্ব ভাঙ্গতে পারেন, তার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

অনেক ভেবে ভেবে রাজার মাথায় এক বুদ্ধি এল। তিনি রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন, যে রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্রের মধ্যে ঝগড়া করিয়ে দিতে পারবে তাকে এক থলি মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

দলে দলে রাজ্যের অনেক লোক এসে ঢ্যাঁড়া ধরতে লাগলো। নানা ছলে নানা উপায়ে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কেউই বন্ধুত্ব ভাঙ্গতে পারলো না। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের সেই একই রকম, এক সঙ্গে খাওয়া—দাওয়া, বেড়ান, গল্পকরা চলতে লাগলো।

কিছুদিন যায়, একদিন এক বুড়ি এসে রাজার ঢ্যাঁড়া ধরলো। ঢ্যাঁড়াওলা বুড়িকে রাজা মশায়ের কাছে নিয়ে গেল। বুড়ি বলল, মহারাজ আমি দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া করিয়ে বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দিতে পারি।

রাজা মশায় বললেন, যদি তা পার তাহলে, তোমাকে এক থলি মোহর পুরস্কার দেবো।



দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানার জন্য বুড়ি ঢ্যাঁড়া ধরছে।

চিত্র নং—১

দুই

পরদিন রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র প্রতিদিনকার মত বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছে। দুইবন্ধু গল্প করতে করতে নদীর দিকে চলেছে। এমন সময় এক বুড়ি পিছন থেকে এসে ডাকতে লাগলো ওগো বাবারা একটু থামো। দু বন্ধু দাঁড়িয়ে পড়ে বুড়ির অপেক্ষা করতে লাগলো।

বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এসে দুজনের সামনে দাঁড়াল। তারপর মন্ত্রীপুত্রের দিকে চেয়ে বলল।

বাবা—তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

মন্ত্রীপুত্র বলল—বেশ তো কি কথা বলবে বল।

তখন বুড়ি বলল—বাবা আমার কথা আমি শুধু তোমাকেই বলব। তখন মন্ত্রীপুত্র বলল- 'বুড়ি মা, আমরা দুই বন্ধু একই হচ্ছি। আমাদের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই। তুমি আমাকে যা বলতে চাও স্বচ্ছন্দে আমাদের দুজনকে তা বলতে পার।'

বুড়ি কাতর ভাবে বলল,—না। বাবা, আমি শুধু তোমাকেই আমার কথা বলতে চাই। তুমি একটু খানিক দূরে চল।

বুড়ির এ কথায় মন্ত্রীপুত্র বেশ রাগত হয়ে বলল—তবে যা, তোকে কোন কথা বলতে হবে না। চল বন্ধু। বলে দুজনে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বুড়ি তখন কান্নার সুরে বলতে লাগলো।—বাবা আমি বড় দুঃখী আমার কথা তুমি একটু দয়া করে শুনে যাও।

মন্ত্রীপুত্র বলল—আমরা তো শুনতেই চাইছি তবে যা বলবে আমাদের দুজনের সামনেই বল।

বুড়ি তখন আরও কাতর হয়ে দুহাত জোড় করে কাঁন্নার সুরে বলতে লাগলো, না বাবা আমার কথা দুজনকে বলতে পারবো না, তুমি দয়া করে এই দুঃখীবুড়ির কথা একটু শুনে যাও।'

রাজপুত্র এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল। বুড়ির কাতরতা দেখে রাজপুত্রের মনে মায়া হল। মন্ত্রীপুত্রকে বলল, বন্ধু। বুড়ি যখন এতকরে তোমাকে বলছে আর আমার সামনে বলতে এত আপত্তি করছে, তখন এক কাজ কর। তুমি একাই একটু দূরে গিয়ে বুড়ির কথা শুনে নাও, তারপর আমাকে বলে দিও। না, হলে বুড়ি আমাদের পিছন ছাড়বে না।

তখন মন্ত্রীপুত্র আর কি করে? বুড়ির সঙ্গে যেতে যেতে বলল—কি বলবে শীঘ্র বল।

বুড়ি তখন মন্ত্রীপুত্রকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গেল। যেখান থেকে, রাজপুত্র তাদের দেখতে পাচ্ছে—অথচ কোন কথা শুনতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না।

দূরে গিয়ে মন্ত্রীপুত্র বুড়িকে আবার বলল।—কি বলবে শীঘ্র বল। বুড়ি বলল।—এই বলছি বাবা, বলে হাঁপাতে লাগলো।

মন্ত্রীপুত্র ব্যস্ত হয়ে বলল।—এই বুড়ি কি বলবি শীঘ্র বলে ফেল। বুড়ি তখন খুব হাত মুখ নেড়ে বলল, বুড়ো মানুষ এতদূর হেঁটে এসেছি। একটু জিরিয়ে নিয়ে বলছি। বুড়ির হাত মুখ নাড়া দেখে রাজপুত্রের মনে হতে লাগল যেন বুড়ি মন্ত্রীপুত্রকে অনেক কথা বলছে।

একটু অপেক্ষা করে মন্ত্রীপুত্র বলল, এবার কি বলবি বল, না হলে আমি চলে যাচ্ছি।'

বুড়ি আবারও হাত মুখ খুব নাড়িয়ে বলল, 'এই তো বলছি বাবা, এত তাড়া দিলে বুড়ো মানুষ, কি করে বলব।'

মন্ত্রীপুত্রের তখন খুব রাগ হয়ে গেল। সে এবার ফিরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। বুড়ি অমনি এসে মন্ত্রীপুত্রের হাত ধরে ফেলে বলল, এবার বলছি বাবা, আমার উপর রাগ কোরোনা। 'এই ধানটীর ভিতর চালটী, ফুসটী আর ফাস্‌টী?'

মন্ত্রীপুত্র অবাক হয়ে বলল,--দূর বুড়ি, পাগলি কোথাকার। এ আবার একটা কথা নাকি। বলে রাজপুত্রের কাছে চলে এল।' বুড়িও হাঁসতে হাঁসতে গ্রামের দিকে চলে গেল।

তিন

এদিকে রাজপুত্র অনেকক্ষণ বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আর বুড়ির হাত মুখ নাড়া দেখে মনে করছে, সে কত না কথা বন্ধুকে বলছে।

মন্ত্রীপুত্র কাছে আসতেই রাজপুত্র বলল—এতক্ষণ ধরে বুড়ি এতকথা তোমাকে কি বলছিল বন্ধু? মন্ত্রীপুত্র বলল, কিছু না বন্ধু, বুড়ি একটা পাগল।

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হয়ে বলল, সে কি বন্ধু এতক্ষণ ধরে এতকথা তোমাদের হল, আর আমাকে বলছ, কিছু না? তা হতেই পারে না। তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও না, তা বুঝতে পারছি।

মন্ত্রীপুত্র ব্যস্ত হয়ে বলল 'বন্ধু, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। সত্যিই বুড়ি আমাকে কোন কথা বলেনি।

রাজপুত্র খুব রেগে গেল। বলল বন্ধু 'তুমি আমার সঙ্গে কেন মিছা কথা বলছ? আমি এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বুড়ি খুব হাত নেড়ে মুখ নেড়ে, তোমাকে অনেক কথা বলছে, তুমিও বলছ। তারপর তুমি চলে আসতে গেলে, বুড়ি তোমাকে আবারও ডেকে কত কথা বলল, কথা আর ফুরায় না, আর তুমি বলছ বুড়ি কিছু বলেনি?'

মন্ত্রীপুত্র অনুনয় করে বলল—বন্ধু, তুমি রাগ কোরোনা। মনে হচ্ছে বুড়ির কোন খারাপ মতলব আছে। সত্যিই বুড়ি আমাকে কিছু বলেনি। শুধু আমি যখন রাগ করে চলে আস-

ছিলাম, তখন বলল—'ধানটীর ভিতর চালটী—ফুস্‌টি আর ফাসটী।'

রাজপুত্র শুনে আরো রেগে গেল—বলল বন্ধু! তুমি আমাকে খুব বোকা মনে করছ, যে, যা খুসি বোঝাবে। একি একটা কথা হল নাকি, যে আমি তা মেনে নেবো! বুড়ি তো গোড়া থেকেই আমাকে বলতে চাইছিল না, আর তুমিও আমাকে বললে না। যদি ভাল চাও তো এখনও বল বুড়ি তোমাকে কি বলেছে।

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র, কি আর বলবে সত্যিই তো বুড়ি তাকে কিছু বলেনি। তখন খুব কাতর ভাবে বন্ধুকে আবারও বোঝাতে লাগলো। বন্ধু আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না কেন?

রাজপুত্রের তখন প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। বলল—'অন্য সময় হলে আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখছি, বুড়ি তোমাকে হাত মুখ নেড়ে অনেক কথা বলছে, কথা আর শেষ হচ্ছে না। যাক, আজ বুঝতে পারলাম তোমার বন্ধুত্ব খাঁটি নয়। সামান্য একটা বুড়ির জন্য তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বললে, আর আমি তোমার জন্য বাবা, মা, কারও কথা শুনিনি, আজ পর্যন্ত তাঁদের মনে কত দুঃখ দিয়ে গেছি। সত্যিই তাঁরা বলেছেন চাকরকে চাকরের মত রাখতে হয়। ভালই হল, আজ থেকে আমার মস্তবড় ভুল ভাঙ্গলো। আর তোমাকেও চিনতে পারলাম। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও, আর তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। আর তোমার এই বিশ্বাস ঘাতকতার ফল ও শাস্তি তুমি শীঘ্রই পাবে।' এই বলে রাজপুত্র রাগে ও অপমানে জ্বলতে জ্বলতে প্রাসাদে ফিরে এসে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

চার

রাজপুত্র, রাগ করে একা প্রাসাদে ফিরে এসে, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেই তার পরিচারকেরা ব্যস্ত হয়ে রাজপুত্রের কাছে গিয়ে হাজির হল, তার আজ্ঞা পালনের জন্য। কিন্তু রাজপুত্র প্রচণ্ড ধম্‌কে তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিল।

তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রানীমা এলেন। খুব আদর করে বল্লেন—কি হয়েছে বাবা, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে, শরীর খারাপ লাগছে ?

রাজপুত্র কথার জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকলো। রানীমা তখন অনেক সাধাসাধি করলেন। রাজপুত্র একটাও কথা বলল না।

তখন রাজামশাইয়ের কাছে খবর গেল। রাজামশায়ের একমাত্র ছেলে, খুবই ভালবাসেন। খবর পেয়েই হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলেন। রাজামশায়ও বল্লেন—কি হয়েছে রাজকুমার ?

রাজপুত্র কোন জবাব দিল না, এমন কি ডাকাডাকিতে ফিরেও তাকাল না।

রাজামশায় অনেকক্ষণ ধরে অনেক সাধ্য সাধনা করলেন। বললেন কে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে বল, আমি এখনই তার সাজা দিচ্ছি।'

তখন রাজপুত্র বলল—'মন্ত্রীপুত্র আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও অপমান করেছে। তাকে কেটে ফেলে এখনই তার রক্ত এনে আমাকে দেখাও। তার রক্ত দেখে তবে আমি বিছানা থেকে উঠব।

রাজপুত্রের কথা শুনে রাজামশায় মনে মনে তো খুব খুশী হলেন বললেন, এখনই তাই হবে।

রাজপুত্রের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে রাজামশায় ভাবলেন এই মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়াতে তিনি কত রকম চেষ্টা করেও পারেন নি। আর আজ রাজপুত্র সেই মন্ত্রীপুত্রকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইছে, বিশ্বাসও করা যায় না। যাক্ রাজপুত্র যখন মেরে ফেলে রক্ত দেখতে চাইছে, তখন আর দেরী করা ঠিক হবে না। যদি রাজপুত্রের মত আবার বদলে যায়?

তিনি তখন হুকুম করলেন, এখনই মন্ত্রিপুত্রকে ধরে আনো। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র শান্ত্রী কয়েকজন গিয়ে মন্ত্রিপুত্রকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা মশায় তখনই জল্লাদ ডেকে হুকুম দিলেন এখনই মন্ত্রিপুত্রকে বেঁধে নিয়ে যাও শ্মশানে জঙ্গলের ধারে আর মন্ত্রিপুত্রকে কেটে রক্ত নিয়ে এস।

জল্লাদেরা মন্ত্রীপুত্রের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে চলল। হাতে তাদের ধারাল তলোয়ার।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই জঙ্গলের ধারে শ্মশানে গিয়ে পেঁছিল। মন্ত্রীপুত্র এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। জল্লাদেরা যখন তাকে কাটতে উদ্যত হল, তখন মন্ত্রীপুত্র বলল—ভাই, 'আমাকে কেটে ফেলার আগে আমার একটা কথা তোমরা শুনবে?'

জল্লাদেরা রাজি হল, বলল—বল কি বলবে? মন্ত্রিপুত্র খুব মিষ্ট ভাবে বলল—ভাই তোমরা তো জান রাজপুত্রের সঙ্গে, আমার মনে প্রাণে সেই ছোট্টবেলা থেকে বন্ধুত্ব। রাজপুত্র আমাকে ছেড়ে এক দন্ডও থাকতে পারে না। কত লোক কত চেষ্টা করেও আমাদের বন্ধুত্ব এতটুকু কমাতেও পারেনি। আজ আমার উপর হঠাৎই রাজপুত্রের রাগ হয়েছে, আর সেই

রাগের মাথায় আমাকে কেটে রক্ত দেখতে চেয়েছে। তোমরা বেশ ভাল করে ভেবে দেখ, রাগ মানুষের প্রিয়জনের উপর কতক্ষণ থাকে? রাজপুত্রের রাগ পড়ে গেলেই, আবার আমাকে দেখতে চাইবে। ঠিক কিনা?

জল্লাদেরা ভেবে বলল—কথা তো ঠিক। কিন্তু আমরা তো হুকুমের চাকর, আমরা কি করব? রাজার হুকুম পালন না করলে আমাদের গর্দান কাটা যাবে।

মন্ত্রীপুত্র তখন বলল—ভাই আমি কি তাই বলতে পারি, যাতে তোমাদের গর্দান কাটা যাবে? আমি যা বলছি খুব মন দিয়ে শোন। রাজপুত্র আমার রক্ত দেখতে চেয়েছে। মাথা তো দেখতে চায় নি। রক্ত তো সবেরই এক রকম। জঙ্গল থেকে কোন একটা জানোয়ার ধরে এনে কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও। রাজপুত্র বা অন্য কেউই বুঝতে পারবে না। আর আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি জঙ্গলের ওপারের রাজ্যে চলে যাব। যদি কোন দিন রাজপুত্রের রাগ পড়ে আর আমাকে সত্যি সত্যি দেখতে চায় তখন তোমরা গিয়ে আমাকে ডেকে এনো। তবে আমি এ রাজ্যে আসব।

জল্লাদেরা বেশ চিন্তায় পড়ল। তারাও তো জানে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের গাঢ় বন্ধুত্বের কথা। দুজনে ভাবতে লাগলো। মন্ত্রীপুত্র বলল, দেখ রাজার ছেলের খেয়াল, আজ কাটতে বলেছে কালই হয়তো হুকুম করবে, নিয়ে আসতে। রাগ পড়ে গেলে রাজপুত্র যদি 'আমার বন্ধুকে এনে দাও' বলে কান্নাকাটি করে, তখন সব রাগ গিয়ে পড়বে তোমাদের উপর। তার চেয়ে আমার কথা শোন। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমরা গিয়ে না ডাকা পর্যন্ত আমি এ রাজ্যে কখনও আসব

না। আর আমিও কথা দিচ্ছি তোমরা ছাড়া এ কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

তখন জল্লাদেরা পরামর্শ করে মন্ত্রীপুত্রের কথাতে রাজি হল। তারপর মন্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে দিয়ে, একটি বন্যজন্তু ধরে এনে কেটে তার রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজামশায়কে দিল।

রাজামশায় সেই রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজপুত্রকে দেখালেন। তখন রাজপুত্র খুশি হল এই ভেবে, যে বন্ধুকে অপমান করার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। মনে করে উঠে খাওয়া দাওয়া করলো।

পাঁচ

কিছুদিন যায়। রাজপুত্র একা একা খাওয়া, শোওয়া, ঘুমান, বেড়ান ইত্যাদি করে। কিন্তু মন্ত্রীপুত্রের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। বন্ধুর কথা ভাবে, এত বন্ধুত্ব হয়েও কেন তার কাছে মিথ্যে কথা বলল। রাজপুত্র মনে করেছিল, যখন বন্ধুকে কাটতে যাবে, তখন প্রাণের মায়াতে বন্ধু তার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে ও সত্যি কথা বলবে।

এইসব ভেবে মাঝে মাঝে রাজপুত্রের মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর একদিন রাজপুত্র দেখতে পেল, সেই বুড়ি রাজামশায়ের কাছে এসে একমুখ হেঁসে বলছে,—'মহারাজ দেখলেন তো কেমন বুদ্ধি করে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া করিয়ে দিলাম।'

রাজামশায় খুব খুশি হয়ে বুড়িকে এক থলি মোহর পুরস্কার দিলেন। বুড়ি খুব খুশি হয়ে মোহরের থলি নিয়ে হাঁসতে হাঁসতে চলে গেল।

তখন রাজপুত্র বুড়ির সব চালাকি বুঝতে পারলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের যে কোন দোষ নেই, সে যে একটুও মিছে কথা বলেনি, তা রাজপুত্রের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। কোন কিছু না ভেবে বা বিবেচনা না করে রাগের মাথায় হঠাৎ বন্ধুকে মেরে ফেলা, তার যে একেবারেই উচিৎ হয়নি, তা ভেবে তার নিজের উপর খুব রাগ হল। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। অনুতাপে মনের দুঃখে রাজপুত্র দিন কাটাতে লাগলো।

এমনি ভাবে আরও কিছুদিন গেল। রাজপুত্রের একা একা আর ভাল লাগে না। বেশ মন মরা হয়ে থাকে। রাজা ও রানী অনেক আদর যত্ন করেন। অনেক বোঝান কিন্তু রাজপুত্র সব সময় চুপচাপ একা একা থাকে।

একদিন বিকালে রাজপুত্র বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে দেখতে পেল। নদীর উপর দিয়ে খুব সুন্দর একটী ময়ূরপঙ্ক্ষী বজরা এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে বজরা রাজপুত্রের সামনে এসে গেল। রাজপুত্র দেখতে পেল সোনার ময়ূরের উপর হীরা মতী চুনি, পান্নার সুন্দর কাজ করা। বজরার ছাদের চাঁদোয়াতে মুক্তা বসান ঝালর দুলছে। পড়ন্ত বেলার সূর্য্যের কিরণ তার উপর পড়াতে সৌন্দর্য্য শতগুণ বেড়ে গেছে। বজরার মাঝখানে মখমলের গদী ও মোটা মোটা তাকিয়া দিয়ে সাজান, তার মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা, অপরূপ রূপ নিয়ে বসে আছে। রাজকন্যার চারিপাশে সুসজ্জিতা সুন্দরী সখির দল। রাজকন্যাকে ঘিরে কেউ নাচ গান, করছে, কেউ অপূর্ব্ব বাজনা বাজাচ্ছে, কেউ স্বর্ণ চামর দুলিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, কেউ বা হাস্য কৌতুক করছে। রাজকন্যার অপরূপ রূপ যেন চাঁদের আলোর মত ফুটে কিরণ ছড়াচ্ছে।

রাজপুত্র অপলক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। বজরা যখন রাজপুত্রের একেবারে সামনে এসে গেল, তখন আর রাজপুত্র চুপ করে থাকতে পারল না।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল,—'রাজকন্যা, তোমার নাম কি ?' রাজকন্যা কোন উত্তর দিল না। যে সখী রাজকন্যার কেশ পরিচর্য্যা করছিল, সে রাজকন্যার মাথা থেকে একটী চুল নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল।

রাজপুত্র কিছু বুঝতে পারল না। রাজপুত্র অবাক হয়ে চেয়ে

রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল,—'রাজকন্যা, তোমার বাবার নাম কি?'

এবারে একজন সখি, একটু এগিয়ে, এসে, একটী সুন্দর শংক নিয়ে, জোরে ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে দিল।

রাজপুত্র এবারেও কিছু বুঝতে পারলো না। আবারও জিজ্ঞাসা করল, 'রাজকন্যা, তোমার দেশ কোথায়?'

এবার একজন সখি রাজকন্যার খোঁপা থেকে একটী সোনার বরণ চাঁপা ফুল নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল।

এবারেও রাজপুত্র কিছুই বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তখন আর একটী সখি, বজরার ভিতর থেকে একটা কুমড়া নিয়ে এসে, তাকে দুটুকরা করে কেটে নদীর জলে ফেলে দিল। আর অন্যসব সখিরা একসঙ্গে মিলে হেঁসে উঠলো। ধীরে ধীরে বজরা রাজপুত্রের সামনে দিয়ে চলে যেতে যেতে দূরে মিলিয়ে গেল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ সেখানে স্হানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে ভাবতে লাগলো, এ সবের মানে কি। কিন্তু রাজপুত্র ভেবে ভেবে, মাথায় কিছুই আনতে পারল না। ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত প্রাসাদে ফিরে এল।

ছয়

রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরে এসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। আর রাজকন্যার অপরূপ সুন্দর চেহারা চোখের উপর ভাসতে লাগলো। যখন কিছুতেই কোন অর্থই খুঁজে বার করতে পারল না তখন তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের কথা মনে পড়ল। মনে মনে বলল হায় আজ যদি বন্ধু থাকতো, সে নিশ্চয় এর মানে বুঝতে পারতো, আর রাজকন্যার পরিচয়ও জানতে পারতাম। আমার থেকে বন্ধু অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

রাজপুত্রের মনে বন্ধুর জন্য খুব দুঃখ হল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মশায়ের উপর ভীষণ রাগ ও অভিমান হলো। রাজা মশায়ই তো চক্রান্ত করে বিনা কারণে বন্ধুকে মারিয়েছেন। তার তো মোটেই কোন দোষ ছিল না। রাজপুত্র বন্ধুর জন্য দুঃখে, অনুশোচনায় ছটফট্ করতে লাগলো। ভাবলো এ জীবন রেখে লাভ কি। বন্ধুকেও ফিরে পাব না, আর রাজকন্যাকেও না। তখন রাজপুত্র মৃত্যুর জন্য অনশন সুরু করল। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ান সব ছেড়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে।

পরিচারক ভৃত্যেরা, রাজপুত্রকে কিছুতেই খাওয়াতে না পেরে রাজামশায় আর রানীমার কাছে খবর দিল।

খবর পেয়েই রাজামশায় আর রানীমা তাড়াতাড়ি ছেলের মহলে চলে এলেন। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে বললেন—'তোমার কি হয়েছে, কে তোমার মনে আবার দুঃখ দিয়েছে বল বাবা, আমরা এখনই তার প্রতিকার করব।'

রাজপুত্র কোন কথার জবাব দিল না। চুপ করে রাজা রানীর দিকে পিছন ফিরে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকলো। রাজামশায় রানীমা দুজনে অনেক সাধ্য সাধনা করতে লাগলেন। কিছুতেই রাজপুত্রের রাগ ভাঙ্গাতে না পেরে তাঁরা খুব দুঃখিত হয়ে বললেন,—'তুমি কি চাও, আমাদের মন খুলে বল ? আমরা যথা-সাধ্য তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। যদি তুমি আমাদের কথার জবাব না দাও, তাহলে আমরা কেমন করে তোমার কি ইচ্ছা বুঝতে পারব ?'

রাজপুত্র তখন বলল, আমার মনের ইচ্ছা তোমরা কেউ পূরণ করতে পারবে না। তোমরাই ষড়যন্ত্র করে আমার প্রাণের বন্ধু মন্ত্রীপুত্রর সঙ্গে মিছামিছি আমার ঝগড়া করিয়েছ। বিনা দোষে আমি বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে তাকে মেরে ফেলতে বলেছি। আমি সব জানতে পেরেছি। তোমরা আমার কাছে আর কিছুই লুকোতে পারবে না। রাজামশায় বললেন—'সেকি কথা, আমরা তোমাদের মধ্যে কেমন করে ঝগড়া করাব ? তুমিই তো রাগ করে মন্ত্রীপুত্রকে কেটে রক্ত দেখতে চেয়েছ ?'

রাজপুত্র বলল,—'তখন তোমাদের কু-চক্রান্ত আমি বুঝতে পারিনি। তারপর বুড়ি যখন তোমাদের কাছ থেকে এক থলি মোহর নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখনই তোমাদের ষড়যন্ত্র সব বুঝতে পারলাম। যাক এখন তোমরা যেমন করে পার আমার বন্ধুকে এনে দাও। যদি তাকে না আনতে পার, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি, হয় বন্ধু আমার কাছে আসবে, না হলে আমিও না খেয়ে উপোষ করে থেকে মরে বন্ধুর কাছে চলে যাব।

রাজামশায় ও রানীমা মহা মুষ্কিলে পড়লেন। বল্লেন-বাবা

যা হয়ে গেছে, তার তো আর উপায় নেই। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে। এখন আমাদের মুখ চেয়ে ও সব কথা ভুলে যাও। রাজপুত্র বলল—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তার আর কিছুতেই নড়চড় হবে না। বন্ধুছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। বলে রাজপুত্র আবার চাদর মুড়ি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাজামশায় ও রানীমা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকলেন।

সাত

দুদিন কেটে গেল—রাজপুত্র জলস্পর্শ করল না। রাজা রানী ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। রাজপুত্রকে কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না, যে তোমার ইচ্ছা বা কথাতেই মন্ত্রীপুত্রকে কেটে ফেলা হয়েছে, এখন কি করে তাকে আনা সম্ভব?

নিরুপায় হয়ে রাজা মশায়ের সব রাগ গিয়ে পড়ল জল্লাদদের উপর। তখনই হুকুম করলেন, জল্লাদদের মধ্যে যারা মন্ত্রীপুত্রকে কেটে রক্ত নিয়ে এসেছিল, তাদের ধরে আনো। তখনই সিপাহি গিয়ে জল্লাদদের ধরে এনে রাজামশায়ের সামনে হাজির করলো।

রাজামশায় রেগে গিয়ে বল্লেন, তোমাদের হুকুম করেছিলাম মন্ত্রীপুত্রকে কেটে রক্ত এনে দেখাতে। তোমাদের তো একেবারে মেরে ফেলে মাথা এনে দেখাতে হুকুম করা হয়নি, তোমরা মন্ত্রীপুত্রকে যেখান থেকে পার নিয়ে এস।

জল্লাদেরা হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর আপনার হুকুম মতই আমরা মন্ত্রীপুত্রকে কেটে ফেলেছি ও রক্ত এনে দেখিয়েছি, এখন কেমন করে সেই লোককে নিয়ে আসব?

রাজা মশায় বললেন—তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না। আমার হুকুম ছিল, কেটে রক্ত এনে দেখাবে, মেরে ফেলতে তো হুকুম দিই নি। একদিন সময় দিচ্ছি এর মধ্যে মন্ত্রীপুত্রকে হাজির কর। যদি না পার তবে তোমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। বলে রাজামশায় সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

তখন জল্লাদেরা মনে মনে মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধির খুব তারিফ করতে লাগলো। তারপর তারা নদীপার হয়ে আর জঙ্গল পার

হয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে খুঁজতে লাগলো। মন্ত্রীপুত্র খুবই বুদ্ধিমান ছিল। সে মনে মনে জানতো, বন্ধু শীঘ্রই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তখন তাকে আবার ফিরে পেতে চাইবে। সেজন্য সে নদীর কাছাকাছি বাস করতো আর প্রতিদিনই সে সকালে ও বিকালে নদীর ধারে একবার করে এসে ঘুরে যেতো।

মন্ত্রীপুত্র সেদিন যেতেই জল্লাদেরা তাকে দেখতে পেলো। আর তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দন্ডবৎ হয়ে বলল—হুজুর শীঘ্র চলুন আপনাকে আমরা রাজামশায়ের হুকুমে নিয়ে যেতে এসেছি বলে, সব কথা মন্ত্রীপুত্রকে বলল, যে, রাজপুত্র আপনার জন তিনদিন থেকে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেননি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনাকে না পেলে তিনি জীবনত্যাগ করবেন। তখন মন্ত্রীপুত্র বলল—কেমন আমি তোমাদের সেদিন ঠিক কথা বলেছিলাম কি না?

জল্লাদেরা অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে নত হয়ে বলল—হুজুর আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনার কথাই সত্য হল। আপনার কথা না শুনে, সেদিন যদি আপনাকে আমরা কেটে ফেলতাম, তাহলে আজ আমাদের গর্দান যেতো। আপনার কথা শুনেই আজ আমাদের প্রাণ-বেঁচে গেল।

তখন মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে জল্লাদেরা নিজের রাজ্যে ফিরে এল। রাজপুত্র বন্ধুকে দেখে প্রথমে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারপর বন্ধু সত্যি বেঁচে আছে বুঝতে পেরে, আনন্দে খুসি হয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দুহাত দিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বলল—বন্ধু, তুমি এবার আমাকে মাপ করে দাও। আমি তোমার কথা বিশ্বাস না করে, হঠাৎ তোমার উপর রেগে গিয়ে অত্যন্ত অন্যায় আর বোকামি করেছি। ঐ বুড়িটাই যত

অনর্থের মূল। বুড়িটাই আমার মনে সন্দেহ এনে দিয়ে ঝগড়া করিয়ে দিয়েছিল। দুদিন পরেই আমি সত্যকথা সব জানতে পেরেছি। তারপর থেকে যে কত মনঃকষ্টে আর অনুতাপে দিন পাত করছি, তা তুমি বিশ্বাস কর।

মন্ত্রিপুত্র বলল—বন্ধু, তোমার মনঃকষ্ট আমি সবই বুঝতে পেরেছি। এইজন্যই কোন কাজ করার আগে, অগ্র পশ্চাৎ ভেবে তবে করতে হয়, বা করা বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর মন্ত্রিপুত্র কেমন বুদ্ধিকরে জল্লাদদের হাত থেকে আর রাজা মশায়ের হুকুম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল তা বন্ধুকে বলল।

এদিকে রানীমার হুকুমে, নানা রকম উপাদেয় সুখাদ্য তখনই সেখানে এনে উপস্থিত করা হল রাণীমা দুই বন্ধুকে একসঙ্গে বসিয়ে নিজে সামনে বসে দুজনকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন দুই বন্ধুর আবার মিলন হয়ে গেল।

আট

খাওয়া দাওয়ার পর দুই বন্ধু একসঙ্গে বসে নানা গল্প করতে লাগলো। তারপর রাজপুত্র সেদিনের দেখা ময়ূরপঙ্খী বজরার উপর সুন্দরী রাজকন্যা ও তার সখিদের কথা বন্ধুকে সব খুলে বলল—এমন অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা আমার চোখে আগে কখনও পড়েনি। রাজকন্যাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিনা। মন্ত্রীপুত্র বলল—তুমি রাজকন্যার নাম, ধাম, পরিচয় কেন জিজ্ঞাসা করলে না?

রাজপুত্র বলল—আমি রাজকন্যার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। তবে একজন সখী রাজকন্যার মাথা থেকে একটা চুল নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, কেন বুঝতে পারলে না? এতো খুব সোজা, তারা মুখে কিছু না বলে ইসারাতে বলে গেছে। চুল নিয়ে জলে ফেলার মানে হল, রাজ-কন্যার নাম কেশবতী।

রাজপুত্র খুব আশ্চর্য্য হয়ে বলল—তাই তো বন্ধু, আমার মাথাতে তো এ কথা আসে নি। বেশ, তাহলে, দেশের নাম জিজ্ঞাসা করাতে, অন্য একজন সখি একটা চাঁপা ফুল নিয়ে নদীতে ফেলে দিল, তার অর্থ কি হল?

মন্ত্রীপুত্র বলল—এর ও অর্থ সোজা। একটা চাঁপা ফুল ফেলে দিল মানে রাজ্যের নাম "চম্পক দেশ" বা "চম্পক রাজ্য"।

রাজপুত্র অবাক হয়ে বলল, তাই তো? বন্ধু তোমার মত তো আমি চিন্তা করে দেখিনি? কিন্তু রাজকন্যার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করাতে একজন সখি, বজরার ভিতর থেকে বেরিয়ে

একটা শঙ্খতে একবার ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে দিল, এর অর্থ কি হতে পারে ?

হেঁসে উঠে মন্ত্রীপুত্র বলল, খুব সোজা, মানে হল রাজকন্যার বাবার নাম "শঙ্খরাজ"।রাজপুত্র বলল—তারপর একটা কুমড়ো কেটে একজন সখি জলে ফেলে দিল, তার মানে তাহলে কি হল ?

মন্ত্রীপুত্র হেঁসে বলল – বন্ধু তার মানে তোমাকে তারা একটা বোকা ভুস্-কুমড়ো বানিয়ে গেছে। যখন তোমার মুখ দেখে তারা বুঝতে পারলো তাদের সংকেত বা ইসারা তুমি কিছুই ধরতে পারনি, তখন তোমাকে বলে গেল, তুমি একটা ভুস্ কুমড়ো বা নিরেট্ বোকা। এবার রাজপুত্রের কাছে সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজপুত্র জানতে পারলো, রাজকন্যার পরিচয় চম্পক দেশের শঙ্খরাজের কন্যা, 'রাজকুমারী কেশবতী'। তখন বন্ধুকে বলল—বন্ধু ঐ রাজকন্যাকেই আমি বিয়ে করব, মনে মনে স্থির করেছি। তুমি সব ব্যবস্থা কর। মন্ত্রীপুত্র খুব খুশি হয়ে বলল—খুব আনন্দের কথা বন্ধু। এখনই আমাদের চম্পকদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তোমার সঙ্গে ঐ রাজকন্যার নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। আমি থাকতে তুমি কিছু ভেবোনা।

মন্ত্রীপুত্র তখন রাজামশায়ের কাছে গিয়ে রাজপুত্রের ইচ্ছা ও রাজকন্যাকে পছন্দ করার কথা বলল। রাজামশায় সব শুনে খুব খুশি হয়ে তাদের চম্পকদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা খুব জাঁক জমকের সঙ্গে করে দিলেন। খুব সুন্দর ও মূল্যবান হাঙ্গর মুখো সোনার বজরা, তাতে হীরা, মতির কাজ করা মুক্তার ঝালর দেওয়া, লাল রেশমী চাঁদোয়া ও দামী মখমলের গদী ইত্যাদি দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। আর অনেক লোক-লস্কর মাঝি-মল্লা নিয়ে দুইবন্ধু শুভক্ষনে দেখে, চম্পক দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

নয়

চম্পক দেশের পরম রূপবতী রাজকন্যা কেশবতী। যেমন রূপবতী তেমনি গুনবতী আর তেমনই বুদ্ধিমতী। ধীরে ধীরে রাজকন্যা বড় হয়ে বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হল। শংঘরাজ কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করে বিবাহ দেওয়ার জন্য মনস্থির করলেন ও চারিদিকে উপযুক্ত রাজকুমারের সন্ধান করতে লাগলেন।

রাজকুমারী কেশবতী তখন শংখরাজকে জানালেন তার মনের ইচ্ছা সখীদের সঙ্গে নিয়ে নদী পথে নানা দেশ ও রাজ্য পরিভ্রমন করে কিছুদিন বেড়িয়ে আসবেন আরও একটা ইচ্ছা, যে রাজপুত্র অথবা যে কোন বুদ্ধিমান তার সংকেতের অর্থ বুঝে তার দেশে পৌঁছতে পারবে, রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবেন।

রাজকন্যার উদ্দ্যেশ্য বুঝে রাজা মশায় বাধা দিলেন না। একমাত্র কন্যা, শংখরাজ ও রাণীর খুব আদরের। শংখরাজ খুসি হয়ে ময়ুর পংখী বজরা সাজিয়ে, আর সখী সহচরী ও লোকজন সঙ্গে দিয়ে রাজকন্যাকে, নদীপথে দেশভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজকন্যা সখীদের বললেন, তার নাম, দেশের নাম ও পিতার নাম যে ইঙ্গিতে বুঝতে পারবে কেবল সেই আমাকে বিয়ে করতে আমার দেশে আসবে। সেই বুদ্ধিমান ছেলেকেই আমি বিয়ে করব।

এইভাবে নানা রাজ্য ঘুরে এক বছর পরে রাজকন্যা দেশে ফিরেছেন। এমন সময় খবর এল একজন রাজপুত্র, খুব জাঁক জমকের সঙ্গে, মস্ত বড় সোনায় সাজান বজরাতে, লোক জন সঙ্গে

নিয়ে, একটা বড় রাজ্য থেকে এসেছেন। রাজকন্যা কেশবতীর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, তাঁর দেশে, তাঁকে বিয়ে করার জন্য।

তখন, শঙ্খরাজ খুব খুশি হয়ে সঙ্গে মন্ত্রী ও পাত্র-মিত্র, উজির ইত্যাদি সহ, রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রকে পরম আপ্যায়িত করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। রাজপুত্রের পরিচয় ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন জানতে পেরে, রাজা-রাণী, রাজকন্যা ও রাজ্যের সব লোক খুব খুশি হল। তারপর শুভক্ষণ ও শুভলগ্ন দেখে খুব ধুমধামের সঙ্গে রাজপুত্র ও কেশবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন চম্পকদেশে শঙ্খরাজ ও রানীমার আদরে-যত্নে থেকে দুইবন্ধু মনের আনন্দে কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন শুভক্ষণ দেখে, রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের দেশে ফেরার জন্য বজরাতে রওনা হল। রাজামশায়, রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে অনেক মূল্যবান ধনরত্ন, হীরা, জহরত ইত্যাদি যৌতুক সঙ্গে দিলেন। অবশেষে দুই বন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে ফিরে চলল।

অনেক দূরের রাস্তা। সারাদিন বজরা নদীতে চলে, আর সন্ধ্যার পর কোন সহরের কাছে লোকালয় দেখে বজরা বাঁধা হয়। দুই বন্ধু ও রাজকন্যা, মনের আনন্দে নানা দেশ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে। সবাই খুব খুশি ও আনন্দে আছে।

মন্ত্রী পুত্রের বুদ্ধির জন্যই এই বিয়ে হয়েছে, সব দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন মন্ত্রী পুত্রের। মন্ত্রীপুত্র সেজন্য খুবই সজাগ ও সাবধান হয়ে চলেছে। রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, মন্ত্রী-পুত্র কিন্তু ঘুমায় না। সারারাত তলোয়ার হাতে জেগে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে আর সমস্ত বজরার ধনরত্ন পাহারা দেয়।

কয়েকদিনের মধ্যে তারা নিজ রাজ্যের কাছে এসে পড়ল।

আর মাত্র একদিন ও একরাত্রি কেটে গেলেই বজরা নিজের রাজ্যে পেঁছে যাবে।

সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় একটা বড় সহরে, নদীর কিনারায়, বিশাল এক বট গাছের নীচে বজরা বাঁধা হল। মাত্র একটা রাত, সকাল হলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবাই দেশে পেঁছে যাবে। রাজামশাইয়ের কাছে আগেই খবর পেঁছে গেছে।

রাত্রে রান্না খাওয়া হয়ে গেলে সকলে যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। রাজপুত্র ও রাজকন্যাও নিজেদের সুরক্ষিত কামরাতে ঘুমিয়ে পড়লো। শুধুমাত্র মন্ত্রীপুত্র তলোয়ার হাতে চারিদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো।

দশ

বজরার সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজপুত্রও রাজকন্যা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র মন্ত্রীপুত্র, বন্ধু ও রাজকন্যার যাতে কোনো রকম বিপদ না হয় সেজন্য রাত জেগে খোলা তলোয়ার হাতে বজরার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

রাত গভীর হল। একে একে লোকালয়ের সব আলো নিভে গেল। বজরার ভিতর সামান্য আলোর আভা দেখা দিচ্ছে।

বিশাল বটগাছ যার নিচে বজরা বাঁধা ছিল, সেই বটগাছে এক জোড়া বিরাট আকারের পাখী বাসা বেঁধে, অনেকদিন, অনেক বছর থেকে বাস করছে। সেই পাখী জোড়ার নাম, বিহ-ঙ্গম ও বিহঙ্গমী। চলতি কথায় লোকে বলে ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমী। তারা মানুষের মত কথা বলতে পারে আর মানুষের কথা বুঝতে পারে। কয়েক বছর হয়ে গেল, তাদের একজোড়া বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের চোখ ফুটলো না।

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর। মন্ত্রীপুত্র মাথার উপর গাছের মধ্যে ব্যঙ্গমীর কথা শুনতে পেলো

ব্যঙ্গমী বললে—আচ্ছা ব্যঙ্গমা, আমাদের বাচ্চার চোখ আর কতদিনে ফুটবে?

ব্যঙ্গমা জবাব দিল—এইবার আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটবে। ব্যঙ্গমী বলল খুসি হয়ে—ঠিক বলছ?

ব্যঙ্গমা বলল—হাঁ, আর দেরী নেই। দেখ ব্যঙ্গমী আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটবার জন্য আসল রাজরক্ত চাই

ব্যঙ্গমী বলল, আসল রাজরক্ত কাকে বলে?

ব্যঙ্গমা জবাব দিল—বংশ পরম্পরা যারা রাজা হচ্ছে। যেমন রাজার ছেলে রাজপুত্র রাজা হল তার ছেলে রাজা হল, এই রকম আসল রাজবংশ উত্তরাধিকারী সূত্রে চলে আসছে। আর হঠাৎ বড়লোক হয়ে রাজা হয়ে গেল, বা দুষ্ট লোক রাজাকে হারিয়ে দিয়ে বা মেরে ফেলে রাজা হয়ে বসল, তারা আসল রাজা নয় বা তাদের বংশ আসল বা খাঁটি খানদানি রাজবংশ নয়।

ব্যঙ্গমী বলল—তাহলে আসল রাজরক্ত কেমন করে, আর কোথা থেকে পাবে ?

ব্যঙ্গমা বলল—এই যে আমাদের গাছের নীচে বজরা বাঁধা আছে, এই রাজপুত্র হল আসল রাজপুত্র। এদের বংশে রাজার ছেলে রাজা হয়ে আসছে। এই রাজপুত্র আসল রাজকন্যাকেই বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে, এই রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের দেশে গিয়ে পেঁছাবে। সেখানে রাজা ও রানী, ছলে আর বৌকে খুব উৎসবের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা রাজ্য খুব ভাল ও সুন্দর করে সাজিয়েছেন। বজরা থেকে রাজপুত্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব সুন্দর একটা সাদা ঘোড়া আর রাজকন্যার জন্য খুব সুন্দর একটা হাতি ; তার পিঠের উপর মণি, মুক্তা হীরা, পান্না দিয়ে সুন্দর করে সাজান হাউদা নিয়ে আসবে। রাজপুত্রের ঘোড়াটা খুব দুষ্ট রাজপুত্র যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে পিঠ থেকে রাজপুত্রকে ফেলে দেবে। তখন রাজপুত্রের মাথায় খুব জোর আঘাত লাগবে। রাজপুত্রের মাথা সেই আঘাতে ফেটে যাবে ও রক্ত বার হয়ে রাজপুত্র মারা যাবে। আমি সেই রক্ত নিয়ে এসে আমাদের বাচ্চার চোখে লাগিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফুটে যাবে।

বলেই ব্যাঙ্গমা বলল—একথা যদি কেউ শুনে থাকে আর বাইরে

প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তার পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পাষাণ হয়ে যাবে। মন্ত্রীপুত্র বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে পাখীদের এই সাংঘাতিক বিপদজনক কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো সে কি! কালকে আমার বন্ধু মারা যাবে? না, না, তা কিছুতেই হতে দেব না, আমার প্রাণ থাকতে বন্ধুকে কিছুতেই এভাবে মরতে দেব না। সে চিন্তা করতে লাগলো। রাত দ্বিতীয় প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোনোখানে একটাও আওয়াজ নেই। মন্ত্রীপুত্র জেগে পাহারা দিচ্ছে ও গভীর ভাবে চিন্তা করছে।

এমন সময় শুনতে পেল, ব্যঙ্গমী বলছে—শোন ব্যঙ্গমা, যদি কেউ আমাদের কথা শুনে থাকে, আর রাজপুত্র সাদা ঘোড়াতে চড়ার আগেই যদি কেউ ঘোড়াটাকে কেটে ফেলে, তাহলে তো রাজপুত্র মরবে না? ব্যাঙ্গমা জবাব দিল, তাহলেও আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটবে। ব্যঙ্গমী বলল—কেমন করে চোখ ফুটবে?

ব্যঙ্গমা বলল—যদি কেউ, ঘোড়াটাকে মেরে ফেলে চড়বার আগেই, তাহলে তখনই রাজপুত্র মরবে না, তা ঠিকই বলেছ। তবে অন্য ঘোড়া আবার সাজিয়ে এনে, তাতে বসিয়ে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে, যখন রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের সিংহদরজার মধ্যে ঢুকবে, তখন ঐ সিংহদরজার ভারী ছাদ ভেঙ্গে রাজপুত্রের মাথার উপর পড়বে। অনেক দিনের পুরাণ সিংহদরজা ভেতর থেকে একেবারে ফাঁপা হয়ে গেছে, আর সমস্ত গাঁথুনি আলগা হয়ে গেছে। রাজপুত্রের মাথার উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়লেই রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। তখন ঐ রাজরক্ত এনে বাচ্চাদের চোখে লাগিয়ে দিলেই চোখ ফুটে যাবে। তারপর ব্যঙ্গমা বলল—এ কথা যদি কেউ শুনে থাকে, আর বাইরে প্রকাশ করে দেয় তবে তার হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে। মন্ত্রীপুত্র

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গমার সব কথা শুনতে পেল, আর বন্ধুর জন্য চিন্তায় ভয়ে মুহ্যমান হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কি করে বন্ধুকে এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় চিন্তা করতে লাগলো।

তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রীপুত্র আবার শুনতে পেল, ব্যঙ্গমী বলছে—শোন ব্যঙ্গমা, আমি ভাবছি, যদি কেউ সিংহদরজাটা, রাজপুত্র ঢোকার আগেই ভেঙ্গে দেয় তাহলে, তো রাজপুত্র মরবে না। আর আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটবে না?

ব্যঙ্গমা বলল—তাহলেও চোখ ফুটবে। যদি কেউ শুনে থাকে আর সিংহদরজা আগেই ভেঙ্গে দেয় তাহলে তখনই মরবে না বটে তবে রাজপুত্রের আরও মৃত্যুযোগ আছে। রাজবংশের নিয়ম, রাজপুত্র বিয়ে করে এলে, রাণীমা নিজের হাতে রান্না করে রুই মাছের আস্ত মুড়ো রাজপুত্রকে খেতে দেবেন। রানীমার সামনে বসে, প্রথম গ্রাসে ভাতের সঙ্গে সেই মুড়ো ভেঙ্গে খেতে হবে। রাজপুত্র মুড়ো ভেঙ্গে যখন খাবে, সেই মুড়োর সঙ্গে একটা সুতীক্ষ্ণ কাঁটা রাজপুত্রের গলাতে ফুটে যাবে, গলা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোবে, সে রক্ত আর বন্ধ হবে না, রাজপুত্র মারা যাবে। তখন সেই রক্ত এনে বাচ্চাদের চোখে লাগিয়ে দেব আর বাচ্চাদের চোখ ফুটে যাবে। তারপর বলল—এ কথা যদি কেউ শুনে থাকে আর বাইরে প্রকাশ করে দেয়, তবে তার কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে। মন্ত্রীপুত্র সব শুনতে পেল ও খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়লো। কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধ। বজরার সকলেও গভীর নিদ্রামগ্ন। রাত চতুর্থ প্রহর, আবার ব্যঙ্গমীর কথা শোনা গেল। মন্ত্রীপুত্র সজাগ হয়ে শুনতে লাগলো। ব্যঙ্গমী বলল—আচ্ছা ব্যঙ্গমা, ধরো যদি কেউ রাজপুত্রের হাত থেকে প্রথম গ্রাসটা, মুখে দেওয়ার আগেই ফেলে দেয়, তাইলে তো রাজপুত্রের

গলা কেটে রক্তবার হবে না ? তাহলে কেমন করে রাজরক্ত আনাব ? আর বাচ্চাদের চোখ কেমন করে ফুটবে ? ব্যঙ্গমা জবাব দিল, —তাহলেও চোখ ফুটবে। যদি কেউ ভাতের প্রথম গ্রাস, ফেলে দেয়, তবে তখন রাজপুত্র বেঁচে যাবে। কিন্তু রাত্রে যখন রাজপুত্র ও রাজকন্যা তাদের শয়নকক্ষে ঘুমিয়ে পড়বে, আর ঘুম যখন গভীর হবে। তখন রাজকন্যার নাকের ভেতর থেকে, সুতোর মত সরু হয়ে সুদর্শন সাপ বেরোবে। আর বাইরে বেড়িয়ে সুতোটা সাপের আকার ধারণ করে রাজপুত্রকে ছোবল মারবে। এত জোরে দংশন করবে যে রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে, আর সেই দংশনের ক্ষত দিয়ে রক্ত বেরোবে। সেই রক্ত এনে বাচ্চাদের চোখে দিয়ে দেবো, বাচ্চাদের চোখ ফুটে যাবে। বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলল, একথা যদি কেউ শুনে থাকে, আর বাইরে প্রকাশ করে দেয়, তবে তার গলা থেকে মাথা পর্যন্ত পাথর হয়ে, মাটিতে পড়ে যাবে।

মন্ত্রীপুত্র সব শুনে বন্ধুর জন্য ভয়ে চিন্তায় তখনই যেন পাষাণ হয়ে গেল। আরও কিছু বলে কিনা শোনার জন্য সেখানেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, এমন সময় ব্যঙ্গমী বলল—দেখ ব্যঙ্গমা, যদি কেউ আমাদের কথা শুনে থাকে, আর সাপটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে, কেটে ফেলে, তাহলে তো রাজপুত্র মরবে না ? ব্যঙগমা বলল—না, তাহলে রাজপুত্র মরবে না। এই চারটে ফাঁড়া বা মৃত্যুযোগ থেকে উদ্ধার পেলে, রাজপুত্র অনেক-দিন বেঁচে থাকবে। ব্যঙগমী বলল—তাহলে আমাদের বাচ্চার চোখ কি কোনোদিন ফুটবে না ? আর যদি কেউ বজরাতে জেগে থাকে আর আমাদের কথা শুনে থাকে, আর কোন অবস্থাতে

প্রকাশ করে ফেলে পাথর হয়ে যায়, তবে সে কি আর কোনদিন মানুষ হবে না ?

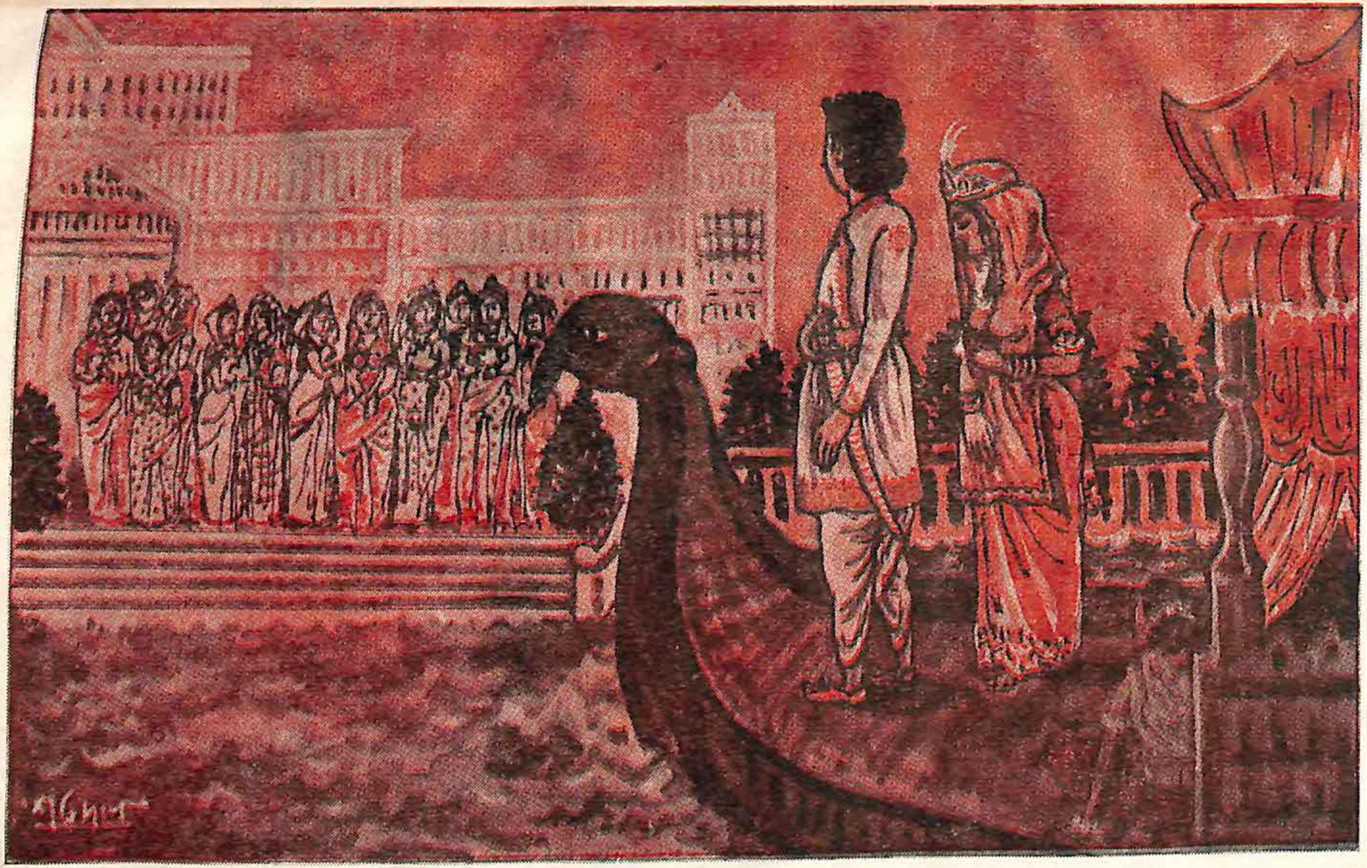
ব্যঙগমা বলল—তারও উপায় আছে। খুব মন দিয়ে শোন। এখন যদি রাজপুত্র না মরে, তবে আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটতে আরও কিছুদিন দেরী হবে। এক বছর পরে রাজপুত্রের একটি ছেলে হবে। সেই ছেলের গায়েও থাকবে আসল রাজরক্ত। ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাকে কেটে সেই রক্ত পাথরের উপর মাখিয়ে দিলেই, পাথর থেকে সে আগের মত মানুষ হয়ে যাবে। আর সেই ছেলের রক্ত আমাদের বাচ্চার চোখে লাগালে বাচ্চারও চোখ ফুটে যাবে। মন্ত্রীপুত্র সবই শুনতে পেলো। দেখতে, দেখতে, সকাল হয়ে গেল। বজরার সকলে জেগে উঠলো। কিছুক্ষণ পর সবাই তৈরী হয়ে যে যার জায়গাতে বসলো। মাঝি মাল্লারা বজরা ছেড়ে দিল।

এগার

মন্ত্রীপুত্রর মনে তখন সমুদ্রের তুফান চলেছে। বন্ধুকে কি করে রক্ষা করা যায় গভীর চিন্তা করছে, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না। বন্ধুও রাজকন্যার সঙ্গে হাঁসি মুখে কথা বলছে, গল্প করছে। সকলের কাজের তদারক আর অন্যান্য দিনের মত হাঁসি তামাসাও করছে, যাতে তার মনের গভীর দুশ্চিন্তা কেউ বুঝতে না পারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বজরা রাজ্যে পেঁছে যাবে। রাজকন্যাকে তার সখিরা, সুন্দর করে বেশ-ভূষা ও নানা রকম অলংকারে সাজিয়ে দিল। রাজকন্যার রূপ যেন সহস্রগুণ বেড়ে গেল।

বজরা নিজের রাজ্যে এসে পেঁছে গেল। নদীর ধারে ও ঘাটের কাছে রাজ্যের সমস্ত লোক এসে ভীড় করেছে, রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দেখবার জন্য।

রাজা মশায় আর রানীমা পুত্র আর পুত্রবধূকে, শোভা যাত্রা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নদীর ঘাট থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সমস্ত পথ সুন্দর করে ফুলের মালা আম্রপল্লব দিয়ে সাজিয়েছেন। সিংহদরজাও ফুল লতাপাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজান হয়েছে। নহবৎ বসিয়েছেন। নানা রকম আনন্দের সুরে বাজনা বাজছে। পুর নারীরা শঙ্খ ও ফুলের ডালা নিয়ে দুধারে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও বহুমূল্য বসনে ও নানা অলংকারে সুন্দর করে সজ্জিত হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ ও সুন্দর আলপনা করা হয়েছে। রাজপুত্রের জন্য সবচেয়ে সুন্দর একটা সাদা ধবধবে ঘোড়াকে হীরা মতির মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজান



রাজপুত্র বিবাহ করে রাজকন্যাসহ নিজের রাজ্যে ফিরছে।

চিত্র নং—২

হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে লাল মখমলের নরম গদী। দুপাশে মুক্তার ঝালর দুলছে।

রাজকন্যার জন্য সুন্দর একটা হাতির পিঠে, সোনারূপা হীরা জহরতের কাজ করা হাউদা বসান হয়েছে। হাতির মাথা ও গলা নানা রকম অলংকারে সাজান হয়েছে। বজরা ঘাটে এসে লাগতেই, রাজা ও রাণীমা রাজপুত্র ও রাজকন্যার হাত ধরে নিয়ে এলেন। রাজকন্যার অপরূপ রূপ দেখে রাজা ও রাণী খুব খুশি হলেন। প্রজারাও সব আনন্দে উৎসাহে কলরব করে, তাদের মঙ্গলকামনা ও আশীর্বাদ করতে লাগলো। পুর-নারীরা শঙ্খ বাজাতে ও ফুল বর্ষণ করতে লাগলো। রাজ্য আনন্দে ভরে উঠলো। রাজাও রানীমা ঘোড়া ও হাতির দিকে এগোতে লাগলেন।

মন্ত্রীপুত্র একটি তীক্ষ্ণধার তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে, আনন্দে নাচতে নাচতে রাজপুত্রের আগে আগে চলেছে। রাজপুত্র ঘোড়ার কাছাকাছি আসতেই, মন্ত্রীপুত্র হাতের তলোয়ার দিয়ে সজোরে ঘোড়ার গলায় এক কোপ বসিয়ে দিয়ে মুণ্ড কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ, করে ডেকে উঠেই মাটীতে পড়ে গেল ও মরে গেল।

রাজা রানী ও সমস্ত লোক এই কান্ড দেখে চিৎকার করে উঠলো। রাজামশায় অত্যন্ত রেগে মন্ত্রীপুত্রের কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি ঘোড়াটাকে মেরে ফেললে কেন?

রানীমাও খুব রেগে গিয়ে বললেন, শুভকাজের মাঙ্গলিক ঘোড়া সাজান হয়েছে, তুমি কেন তাকে মেরে ফেললে? মন্ত্রীপুত্র তাড়াতাড়ি হাতের তলোয়ার ফেলে দিয়ে রাজা-রানীর সম্মুখে

হাতজোড় করে বলল, আমার বন্ধুর বিয়েতে আমার মনে এত আনন্দ হয়েছে যে আমি চেপে রাখতে পারছি না, হঠাৎ এ কাজ করে ফেলেছি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজপুত্রও বন্ধুর এ কাজে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বন্ধু ক্ষমা চাওয়াতে রাজা-রাণীকে বুঝিয়ে কোন রকমে ঠাণ্ডা করলো। তখন রাজামশায় অন্য একটা ভাল ঘোড়া সাজিয়ে তাড়াতাড়ি আনতে বল্লেন।

অন্য ঘোড়া আনা হলে, তার উপর রাজপুত্রকে আর হাতির উপর রাজকন্যাকে বসিয়ে শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে শোভাযাত্রা সিংহদরজার কাছে পেঁছে গেল। মন্ত্রীপুত্র এবার একটা বন্দুক হাতে নিয়ে শোভাযাত্রার আগে আগে আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছে। রাজপুত্রের ঘোড়া সিংহদরজা থেকে মাত্র দশ পনের হাত দূরে আছে, এমন সময় মন্ত্রীপুত্র, সিংহদরজার ছাদের উপর দিকে একসঙ্গে কয়েকবার গুলি বর্ষণ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সিংদরজার ছাদ, হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো।

রাজা-রানী ছুটে এলেন। রাজপুত্রও ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল। রাজামশায় রেগে উঠে হাতের তলোয়ার দিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে কেটে ফেলতে গেলেন। বল্লেন, এত বড় স্পর্ধা তোমার, সিংদরজা ভেঙ্গে ফেললে? একি বেয়াদপি! রাজপুত্র তাড়াতাড়ি এসে রাজামশায়ের হাত ধরে ফেলল। তারপর মন্ত্রীপুত্রকে বলল, এ সব কি কাণ্ড আরম্ভ করেছ? কেন তুমি সিংহদরজা ভেঙ্গে দিলে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

মন্ত্রীপুত্র কাতর হয়ে বলল—বন্ধু, তুমি তো জান আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমার বিয়েতে আমার এত বেশী আনন্দ হয়েছে যে, আনন্দে মাথা ঠিক রাখতে পারছি না, হঠাৎ করে ফেলেছি। আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। এবারও

আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। আর কখনও করব না বলে, হাত জোড় করে সকলের কাছে বার বার ক্ষমা চাইত লাগলো।

তখন, রাজপুত্র, বাবাকে অনেক মিনতি করে বুঝিয়ে বলল, আমার জন্য এবারও আমার বন্ধু বলেই, মন্ত্রীপুত্রকে ক্ষমা করে দাও। রাজা মশায় ও রাণীমা আর কি করেন? ছেলে যখন এত করে মিনতি করছে, তার উপর একটা শুভকাজ রাজ্যের মধ্যে। মন্ত্রীপুত্রকে শাস্তি দিলে, একটা অশান্তি হবে। কাজেই আর কিছু বল্লেন না।

তাড়াতাড়ি সিংহদরজা পরিষ্কার করিয়ে শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদে পেঁাছে গেল। দুপুর বেলা রাজবংশের নিয়মমত রানীমা নিজের হাতে মস্ত বড় মাছের গোটা মুড়ো রান্না করেছেন। রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রও খেতে বসেছে। রানীমা সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। রাজপুত্রের পাশে বসে, মন্ত্রীপুত্র ও রানীমার সঙ্গে গল্প করছেন, কিন্তু নজর ঠিক রাজপুত্রের খাওয়ার উপর আছে। রাজপুত্র মুড়ো ভেঙ্গে ভাতের সঙ্গে নিয়ে যেখনি মুখে তুলতে যাচ্ছে, তখনি সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র এক থাবা মারল রাজ-পুত্রের হাতের উপর। আর রাজপুত্রের হাতের ভাত আর মাছের মুড়ো সব ছিটিয়ে পড়ে গেল। রানী মা, বলে উঠলেন একি অলক্ষনে কাণ্ড! তুমি হাতের ভাত ফেলে দিলে কেন? রাজপুত্রর এবার বেশ রাগ হয়ে গেছে। বলল—সত্যি দেখছি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না হলে এমন অলক্ষণের কাণ্ড সকাল থেকে করে বসছ, কেন?

রানীমার আর সহ্য হলনা। বল্লেন, রাজপুত্রের বিয়েতে নিশ্চয়ই তোমার খুব ঈর্ষা হয়েছে, আর যাতে ওরা সুখী না হয় সেজন্য তুমি সব শুভক্ষণের কাজেতেই অমঙ্গলের কাজ করে বাধা দিচ্ছ। আমি এখনই রাজা মশায়কে খবর পাঠাচ্ছি, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার।

রাজপুত্র গরম হয়ে বলল—ঠিক কথা, তুমি আমার ভালো সহ্য করতে পারছ না বলেই একের পর এক কুকাজ করে চলেছ? তুমি তো ছেলেমানুষ নও যে তোমার কাজের ফলাফল বুঝতে পারছ না? প্রথমে ঘোড়া কেটে দিলে তারপর সিংহদরজা ভেঙ্গে দিলে, তারপর আবার খেতে বসেও হাতের ভাত ফেলে দিলে, এসবের মানে কি? তা তোমাকে বলতে হবে, না হলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

মন্ত্রীপুত্র কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল—বন্ধু, তুমি আমাকে এমন কথা বল্লে? আমি তোমার ভালো সহ্য করতে পারছি না? বন্ধু, আমি তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমিই তোমার বিয়ে দিয়ে এনেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তোমার ভালোর জন্য আমি হাঁসতে হাঁসতে প্রাণত্যাগ করতে পারি। অন্য কোন কারণ নেই, তোমার হাতের উপর একটা মাছি বসে-ছিল, সেটা তাড়াতে গিয়েই এই কাণ্ড হলো, একটু বেশী জোরে তোমার হাতে লেগে গিয়েই ভাত সব ছড়িয়ে পড়ে গেল। রানীকে বলল-রানীমা আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি তো জানেন, আমি বন্ধুকে কত ভালবাসী, আমার কোন কাজেই বন্ধুর অমঙ্গল হবে না। থালাতে তো সব ভাত মুড়ো রয়েছে, বন্ধু তুমি খেয়ে নাও। আর এবারও তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি সব ছড়িয়ে যাওয়া ভাত পরিষ্কার করে দিচ্ছি। বলে একটা পাত্র নিয়ে প্রথম গ্রাসের ভাত মুড়ো সব তুলে পরিষ্কার করে দিল। পাত্রটা এক পাশে সরিয়ে রেখে দিল। আর বার বার খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো।

তখন রাজপুত্র ও রানীমার রাগ পড়ে গেল। তারপর দুই বন্ধুর খাওয়া ভাল মতই হয়ে গেল। দুই বন্ধু খাওয়ার পর হাঁসি মুখে গল্প করতে করতে বিশ্রাম করতে চলে গেল। সকলেই আগের মত খুসি।

মন্ত্রীপুত্র মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিল। তাঁর দয়াতে তিনটা বিপদ থেকে কোনোরকমে বন্ধুকে রক্ষা করতে পেরেছি আর একটা বিপদ কাটাতে পারলেই সব আশঙ্কাদূর হয়ে যায়। বন্ধুর মৃত্যু যোগ কেটে যায়। এবার কি করে বিপদ দূর করতে পারে মনে মনে গভীর চিন্তা করতে লাগলো

বিকাল বেলা দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছে। মন্ত্রীপুত্র নানা রকম গল্প করতে করতে বলল—বন্ধু, আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছা তোমাকে পূর্ণ করতেই হবে। রাজপুত্র হেঁসে বলল—তোমার আবার কি ইচ্ছা হল ?

মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, এ ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকেই আছে। মনে মনে সাধ ছিল, তোমার বিয়েতে খুব আনন্দ করব। আনন্দ আমার কতবেশী হয়েছিল যার জন্য আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম তা তো তুমি বুঝতে পারছ। যাই হোক, বড় বড় রাজা রাজড়ার বিয়েতে ওরকম হয়েই থাকে। কি বল ?

হেঁসে রাজপুত্র বলল—তা হয়ে থাকে। যাই হোক তোমার কি ইচ্ছা হয়েছে বল।—

মন্ত্রীপুত্রও হেঁসে বলল—এমন কিছু নয়। আমার বহু ইচ্ছা বা সাধ, তোমার বিয়ের পর রাজপ্রাসাদে এসে, তুমি ও রাজকন্যা যখন রাত্রে ঘুমাবে, তখন আমি সারারাত জেগে, তোমাদের শয়নকক্ষ পাহারা দেবো। যেমন, রাম ও সীতা যখন ঘুমোতেন, তখন লক্ষ্মণ একা জেগে পাহারা দিতেন, আমারও সেই রকম সাধ হয়েছে। আজ তোমাদের অন্য কোন পাহারা থাকবে না, শুধু আমি তোমাদের পাহারা দেব।

রাজপুত্র হেঁসে বলল—এ আর বেশী কি ! আচ্ছা বন্ধু তাই হবে।

তারপর রাত্রে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, যে যার মহলে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। তখন রাজপুত্র ও রাজকন্যার ঘরের বাইরে দরজার কাছে মন্ত্রীপুত্র পাহারা দিতে লাগলো।

বার

রাজপুত্র ও রাজকন্যা সোনার পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে আছেন। দরজার পাশে খোলা তরবারী হাতে মন্ত্রীপুত্র জেগে পাহারা দিচ্ছে। আর প্রার্থনা করছে, হে ভগবান! এই শেষ বিপদটা থেকে বন্ধুকে যেন রক্ষা করতে পারি।

ক্রমশঃ রাত গভীর হল। চারিদিক নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে বাইরের দিক থেকে পাহারাদারদের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

রাজপুত্র ও রাজকন্যার ঘুমও গভীর হয়ে এল। তাদের গাঢ় গম্ভীর নিঃশ্বাসে মন্ত্রীপুত্র বুঝতে পারলো।

তখন মন্ত্রীপুত্র ধীরে ধীরে দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে, পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে, রাজকন্যার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই মন্ত্রীপুত্র দেখতে পেলো, রাজকন্যার নাকের ভেতর থেকে খুব সরু সুতার মত একটা কিছু বেরিয়ে আসছে। মন্ত্রীপুত্র তলোয়ার হাতে সজাগ হয়ে উঠলো। মন্ত্রীপুত্র দেখল, সুতাটা ক্রমশঃ মোটা হয়ে সাপের আকার ধরেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের ধারাল তলোয়ার দিয়ে এক কোপে সাপটাকে কেটে দু-টুকরো করে, পালঙ্কের পাশে মাটীতে ফেলে দিল। একটুও আওয়াজ হলনা। রাজপুত্র ও রাজকন্যা গভীর ভাবে ঘুমিয়েই থাকলো, কিছুই জানতে পারলো না। তখন মন্ত্রীপুত্র একটা পাত্র নিয়ে সাপটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে পাত্রে রেখে পাত্রটা একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পালঙ্কের নীচে রেখে দিল। ইচ্ছা যে সকাল হলে কোন ফাঁকে এসে লোকের অগোচরে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। কেউ কিছু জানতে পারবে না।



ঘুমন্ত রাজকন্যার নাক থেকে সাপ বের হয়ে রাজপুত্রকে
দংশন করতে উদ্যত।



সব কাজ শেষ করে, মন্ত্রীপুত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, সব ঠিকমত আছে কিনা দেখতে গিয়েই, দেখতে পেলো রাজকন্যার গালের উপর সাপের এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে।

মন্ত্রীপুত্র চিন্তিত হল। ভাবলো সকালে উঠে এই রক্ত দেখে রাজপুত্রের যদি কিছু সন্দেহ হয়? এখন কি করে রাজকন্যার গালের উপর থেকে রক্তটা মুছে দেওয়া যায়। রাজকন্যার গায়ে হাত দিয়ে তো স্পর্শ করা উচিৎ হবে না?

তখন মন্ত্রীপুত্র ভেবে ঠিক করে, এক টুকরো তুলো নিয়ে হাতের তরবারীর ডগাতে, তুলির মত করে লাগিয়ে নিল, তারপর রাজকন্যার দিকে একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে তলোয়ারের ডগার তুলি দিয়ে রক্তটা মুছে দিল। রক্তটা মোছা হয়ে গেছে, কিন্তু তলোয়ারটা তখনও মুখের উপর থেকে সরান হয়নি, ঠিক তখনই রাজপুত্রের ঘুম আচমকা ভেঙ্গে গেল, আর চোখ খুলেই দেখতে পেলো মন্ত্রীপুত্র তলোয়ার হাতে, রাজকন্যার উপর ঝুঁকে তাকে কাটতে যাচ্ছে। দেখেই রাজপুত্র চিৎকার করে উঠলো, আর তাড়াতাড়ি উঠেই মন্ত্রীপুত্রের তলোয়ার সুদ্ধ হাত চেপে ধরলো। রাজপুত্রের চিৎকারে রাজকন্যারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর মন্ত্রীপুত্রকে তলোয়ার হাতে বিছানার পাশে দেখেই খুব ভয় পেয়ে গেল। ততক্ষণে রাজপুত্রের চিৎকার শুনে, রাজপুরীর সবলোক ছুটে এল। সবাই দেখলো মন্ত্রীপুত্র খোলা তলোয়ার হাতে রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুত্র ভীষণ রেগে বলল—বিশ্বাসঘাতক তুমি এই কু-মতলব করেই আমাদের শয়নকক্ষ রাত্রে পাহারা দিতে চেয়েছিলে? যাতে বিনা বাধায় রাজকন্যাকে কেটে ফেলতে পার?

এত চেঁচামেচি ও গোলমালের মধ্যে মন্ত্রীপুত্র কোন কথা বলারই সুযোগ পেলনা। কিছু বলার জন্য মুখ তুলতেই রাজ-

পুত্র বাধা দিয়ে বলল, তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাইনা। কালকে তোমার বিচার আমি রাজসভার মধ্যে করব। আজকের রাতটা হাজতে বন্দী থাক। তোমার যা বলবার রাজসভায় সকলের সামনে বলবে। বলে সেপাই ডেকে মন্ত্রীপুত্রকে বন্দীকরে কারাগারে নিয়ে যেতে হুকুম করল। পারিষদদের বলে দিল, সকালে সমস্ত রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিও। রাজ্যের সমস্ত লোক ও প্রজাদের সামনে এই বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ মন্ত্রী পুত্রের বিচার করে আমি নিজে এর সমুচিত শাস্তি দেব।

তের

পরদিন সকালে রাজপুত্রের হুকুমমত সমস্ত রাজ্যে ঢেঁড়া পিটানো হল। মন্ত্রীপুত্রের বিচার দেখবার জন্য রাজ্যের দূরদূর থেকে সমস্ত লোকেরা এসে রাজসভায় ভীড় করে দাঁড়াল। রাজসভায় আর তিলধারণের স্থান নেই। যথা সময়ে, রাজা, রানী, মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র, মিত্র, সকলে এসে যে যার আসন গ্রহণ করে বসলেন। চিকের আড়ালে, রাজকন্যা কেশবতী তাঁর সখী সহচরীদের নিয়ে বসেছেন। রাজপুত্র এসে বিচারাসনে বসে, মন্ত্রীপুত্রকে সভার মধ্যে আনতে হুকুম দিলেন। কয়েকজন সেপাই গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এসে, সভার মাঝখানে বন্দীর জায়গায় দাঁড় করাল।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে সম্বোধন করে বলল—তোমাকে আমি ছোট বেলা থেকে হিতাকাঙ্ক্ষ বন্ধু বলে জেনে এসেছি, ভালবেসেছি। বন্ধুর মত বিশ্বাস করেছি ও সম্মান দিয়েছি, রাজ্যসুদ্ধ সবাই জানে। এতদিন পর্যন্ত তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধুই ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি, রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই তুমি বদলে গেছ। আমার সৌভাগ্যে তোমার ঈর্ষা হয়েছে। আর সেই জন্যই তুমি আমার সঙ্গে জঘন্য শত্রুতা করছ। তোমাকে আমার বন্ধু বলতেও ঘৃণা হচ্ছে। বল কেন এ রকম শত্রুতা করছ?

মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। আমি তোমাকে বন্ধু বলেই জানি, আর চিরদিন তাই জানব। তোমার বিয়েতে আমি কেন ঈর্ষা করব? রাজকন্যার সঙ্গে আমিও তো তোমার বিয়ে দিয়ে কত আনন্দ করে নিয়ে এলাম।

তা রাজ্যসুদ্ধ লোক জানে আর তুমিও জান। আমি তোমার বিয়েতে সব থেকে বেশী খুসি হয়েছি।

রাজপুত্র বলল—সব মিথ্যে কথা যদি তুমি খুসি হতে তবে কাল সকাল থেকেই তুমি, এত নীচ অমানুষের মত কাজ করতে পারতে না। আমি তোমার মিথ্যে কথাতে আর ভুলব না, তোমাকে বলতেই হবে, কেন এসব কাজ করছ।

মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু, আমি কাল সকাল থেকে যা কিছু করেছি, সব তোমার মঙ্গলের জন্য। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর।

রাজপুত্র রেগে বলল—এত সব খারাপ কাজ করেও তুমি বলতে পারছ যে সব মঙ্গলের জন্য করেছ? ভাল চাও তো সব কথার জবাব দাও। প্রথমে জবাব দাও—কাল সকালে আমার সুলক্ষণ যুক্ত ঘোড়া কেন কেটে ফেল্লে? তারপর জবাব দাও কেন তুমি সিংহদরজার ছাদ ভেঙ্গে দিলে? —তারপর জবাব দাও—তুমি কেন দুপুর বেলা আমার লক্ষণযুক্ত ভাতের গ্রাস ফেলে দিলে? এত সব খারাপ কাজ করার পরও তোমাকে অবিশ্বাস করিনি, যা বুঝিয়েছ, তাই মেনে নিয়েছি কিন্তু সব থেকে সাংঘাতিক দুষ্কর্ম্ম তুমি রাজকন্যাকে কেন কাটতে গিয়েছিলে? বল, একে একে সবের জবাব দাও—জবাব তোমাকে দিতেই হবে।

মন্ত্রীপুত্র বলল—রাজপুত্র তুমি যা, যা, বললে, সবই সত্যি কিন্তু সব তোমার মঙ্গলের জন্য আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস কর। তুমি জান আমি কোনদিনই মিথ্যা কথা বলি না। ভেবে দেখ, গত বার তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করে, বুড়ির চক্রান্তে ভুল বুঝে আমাকে কেটে ফেলতে বলেছিলে, তারপর ভুল বুঝতে পেরে কত কষ্ট পেয়েছ। এবারও বলছি, তুমি আমাকে ভুল

বুঝ না। আমার অনেক আবদারই তো রেখেছ এই শেষবারের মত বলছি, আমার অনুরোধ রাখ, কিছু জানতে চেও না।

রাজপুত্র এ কথায় ভীষণ রেগে গেল। বলল—তুমি শুধু বাজে কথায় নিজের দোষ ঢাকতে চাইছ। তোমার স্বপক্ষে বলার মত যুক্তিসংগত কিছুই নেই। সে জন্যই জবাব দিচ্ছ না।

মন্ত্রীপুত্র বুঝতে পারল, রাজপুত্রকে কিছুতেই বিশ্বাস করান যাবে না, তখন শেষ চেষ্টা করে বলল—বন্ধু আমি তোমার সব কথারই জবাব দিতে পারি, কিন্তু তা যদি বলি, তবে আমার সমস্ত শরীর পাথর হয়ে যাবে। তুমি যদি আমাকে চাও, তবে কেন এই সব অপরাধ করেছি, তা জানতে চেও না রাজ্যসুদ্ধ সব লোক নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিল।

রাজপুত্র চিৎকার করে বলল—তুমি আমাকে এতই বোকা মনে করেছ তোমার এই কথা বিশ্বাস করতে হবে? মানুষ কখনও পাথর হয়ে যায়? সব কথা তোমায় বলতেই হবে। আর সভার সব লোকের সামনে। আমি চাই তোমার সব কথা জেনে, আর সব প্রজাদের জানিয়ে, তোমার উপযুক্ত বিচার করব। কেউ যেন না বলে, অন্যায় করে আমি তোমাকে সাজা দিয়েছি। না হলে যে অপরাধ তুমি করেছ,আমার চোখের সামনে রাজকন্যাকে মারতে গেছ, এক কথায় এই অপরাধে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে সুযোগ দিয়েছি, এতদিন তোমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছি, ভালও বেসেছি, সেই বন্ধুত্বের আর ভালবাসার উপর তুমি কেন বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে, তা জানার জন্য। তোমার যখন বলবার মত কিছু নেই, তখন আমি তোমার অপরাধের বিচার করে রাজ্যের সকলের সামনে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিৎ শাস্তি দিলাম প্রাণ-দণ্ড। তোমার মত পাপিষ্ঠের মুখ আর দেখতে চাই না।

চৌদ্দ

তখন মন্ত্রীপুত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল—বন্ধু, তোমার মনের অবস্থা আমি সবই বুঝতে পারছি। তোমার বিচারে কোন দোষ বা অন্যায় নেই। কিন্তু যখন তোমাকে এত বুঝিয়েও আমার উপর বিশ্বাস আনতে পারলাম না, আমার মৃত্যুদণ্ডই দিলে, তখন এই অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কলঙ্কের ভাগী হয়ে আর বিশ্বাসঘাতক নাম নিয়ে মরতে চাই না। হিতৈষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষ বন্ধুর মত, আর বীরের মত নাম রেখেই মরব। তারপর সব জনতা, রাজা, রানী, চিকের আড়ালের সখিগণ সহ রাজকন্যা সকলকে উদ্দেশ করে মন্ত্রীপুত্র বলল—আপনারা সকলেই শুনুন, কেন আমি ঘোড়াকে মেরে ফেলেছি বলে, সে রাত্রের বজরা পাহারা দেওয়ার কথা, নিশুতি রাতের, বটগাছের উপর থেকে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর প্রথম প্রহরের ঘোড়ার কথা, সব বলল। তারপর বলল—যদি আমি ঘোড়াকে না মেরে ফেলতাম, তা হলে সেই মুহূর্ত্তেই রাজপুত্রের প্রাণ যেতো। বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য তার মংগলের জন্য আমি ঘোড়াকে কেটে ফেলেছি।

কি, আশ্চর্য্য মন্ত্রিরপুত্রের কথাগুলি বলা শেষ হওয়া মাত্র, তার দুই পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল। আর রাজ্যসুদ্ধ লোকেও সকলে তা দেখে আশ্চার্য্য হয়ে গেল। মন্ত্রিপুত্র বলল—বন্ধু, আমি যে মিছে কথা বলিনি তার প্রমাণ দেখছ তো, আমার পা পাথর হয়ে গেল। এখনও তুমি আমায় বিশ্বাস কর আর কোন কথা শুনতে চেও না। কিন্তু রাজপুত্র আশ্চর্য্য হয়ে গেলেও বলল—বেশ বুঝলাম ঘোড়া আমাকে লাথি মেরে ফেলে

দিয়ে মেরে ফেলেতো, কিন্তু সিংহ দরজার কি দোষ হল? সেটা ভাঙ্গলে কেন তোমাকে বলতেই হবে।

মন্ত্রীপুত্র বলল্—বেশ শোন তাহলে। তারপর দ্বিতীয় প্রহরের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর সব কথা বলে-বলল, তুমি সিংহ দরজার নীচে এলেই তার ছাদ তোমার উপর ভেঙে পড়তো। আমি তোমাকে বাঁচাবার জন্যই আগে গিয়ে সিংহ দরজার ছাদ ভেঙে ফেলেছি। কত হাজার বছরের ফোঁপড়া ছাদ, না হলে কি গুলি মেরে ভেঙে ফেলা যায়। আশ্চর্য্য—বলা শেষ হওয়ার সংগে সংগে, মন্ত্রীপুত্রের হাঁটু থেকে কোমর পর্য্যন্ত পাথর হয়ে গেল।

মন্ত্রীপুত্র আবারও বলল—বন্ধু এখনও তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। সবই তোমার মংগলের জন্য করেছি। রাজপুত্র কিন্তু থামলো না। বলল—বেশ বুঝলাম, সিংহদরজা পুরান ফোঁফড়া হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য আমার মাথায় ভেঙে পড়তো। কিন্তু সামান্য একটা ভাতের গ্রাস্, সে আমার কি ক্ষতি করতো? তোমাকে তা বলতেই হবে।

মন্ত্রীপুত্র বলল—শোন। তারপর তৃতীয় প্রহরের ব্যাংগমা-ব্যাংগমীর সব কথা বলে—বলল ঐ প্রথম গ্রসের মুড়োর মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ সুক্ষ্ম একটি ছুঁচের মত কাঁটা আছে। আমি থাবা মেরে তোমার হাত থেকে ভাত ফেলে না দিলে, ঐ কাঁটা গলাতে ফুটে তুমি মারা যেতে। তোমার তো মনে আছে, ভাত মুড়ো সব তুলে আমি একটা পাত্রে রেখেছিলাম। পাত্রটা আমার ঘরে রেখেছি বিশ্বাস না হয় আনিয়ে দেখে নিতে পার। বলা মাত্র, মন্ত্রীপুত্রের কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে মন্ত্রীপুত্রের ঘর থেকে ভাতের পাত্র আনিয়ে নিল। দেখা গেল, সত্যি সত্যিই সুতীক্ষ্ণ ছুঁচের মত একটা কাঁটা রয়েছে। মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু

এখনও তুমি আমার কথাকে, বিশ্বাস কর। আমার গলা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেছে তবুও তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। কথা বলতে ও শুনতে পাচ্ছি। এইভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে আনন্দেই কাটিয়ে দেব। আর কিছু জানতে চেওনা।

কিন্তু রাজপুত্র থামলো না। জিদের সঙ্গে বলল—সব থেকে তোমার যেটা বড় অপরাধ রাজকন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থাতে কাটতে যাওয়া, যা আমি নিজের চোখে দেখছি, অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই তা আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সবেরই যুক্তি প্রমাণ দেখালে, কিন্তু রাজকন্যাকে মেরে ফেলে আমার কি মঙ্গল হতো তা আমাকে জানতেই হবে। বল, কেন মারতে গিয়েছিল ?

মন্ত্রীপুত্র বিষাদের সঙ্গে বলল—বন্ধু, তারও জবাব দিচ্ছি। তোমাদের মনের সন্দেহ দূর না হলে, আমার বেঁচে থেকে কোন আনন্দ নেই। আমি তোমার হীতাকাঙ্ক্ষ বন্ধু, তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তুমি যাতে সুখী হবে আমি তাই করব। তবে একটা কথা তোমাকে আগে বলি রাখি কারণ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথা পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে, তখন আর বলতে পারব না। মন, দিয়ে শোন। তারপর মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু যদি কোনদিন আমার জন্য তোমার দুঃখ হয়, আমার জন্য মনঃকষ্ট পাও, আমার অভাব অনুভব করে আন্তরিকভাবে আমাকে ফিরে পেতে চাও তবে তার জন্য একটা উপায় আছে।

এক বছর পরে তোমাদের একটি ছেলে হবে। তারও গায়ে থাকবে আসল রাজরক্ত। ছেলে জন্মাবামাত্র তাকে কেটে, তার রক্ত যদি আমার পাষাণ দেহের উপর মাখিয়ে দাও, তাহলে আবার আমি মানুষ হয়ে যাব।

তারপর মন্ত্রীপুত্র বলতে আরম্ভ করল—বন্ধু সেই রাত্রের চতুর্থ প্রহরে ব্যাঙ্গমা বলেছিল, তুমি ও রাজকন্যা রাত্রে যখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে তখনই রাজকন্যার নাকের ভেতর থেকে সুতোর মত হয়ে সুদর্শন একটি সাপ বেরোবে আর বাইরে বেরিয়ে মোটা হয়ে সাপের আকার ধারণ করে তোমাকে দংশন করবে ও তুমি মরে যাবে। বন্ধু, আমি তোমাকে সাপের দংশনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই রাত্রে তোমার শয়নকক্ষ-পাহারা দেবার অনুমতির জন্য তোমাকে অনুরোধ করি। রাত্রে সেই সাপ রাজন্যার নাক থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু তোমাকে দংশন করার আগেই আমি তাকে হাতের তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলি। কিন্তু তারপর লক্ষ্যকরে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলাম, সাপের এক ফোঁটা রক্ত রাজকন্যার গালের উপর পড়েছে। রাজকন্যার অঙ্গ স্পর্শ না করে তলোয়ারের ডগাতে একটু তুলো জড়িয়ে আস্তে করে রক্ত মুছে নিয়েছি মাত্র, তখনই তোমার ঘুম ভাঙ্গে এবং সেই অবস্থাতে আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি চিৎকার করে উঠলে। মনে করলে, আমি রাজকন্যাকে মেরে ফেলবার জন্য তরবারি হাতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম, বন্ধু সাপটিকে কেটে টুকরো করে, একটা পাত্রে করে, তোমাদের পালঙ্কের নীচে রেখে দিয়েছি, আনিয়ে দেখে নাও। আমি তোমার অভিন্নআত্মা বন্ধু, আমি মিথ্যে কথা বলিনি-যা কিছু করেছিলাম সব তোমার মঙ্গলের জন্য। তবে শেষরক্ষা হল না, তোমার ঘুম না ভাঙ্গলে কেউ কিছুই জানতে পারতো না। সবই আমার দুর্ভাগ্য আর কিছু বলার নেই। তোমরা সুখে থাক। দেখ আমার সব পাথর হয়ে গেল। বিদায় বন্ধু···

বলতে বলতেই, মন্ত্রীপুত্রের মাথা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল ও রাজসভার মধ্যে মাটীতে পড়ে গেল। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি দুজন

ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিল, রাজপুত্রের শয়নকক্ষর পালঙ্কের নীচে থেকে তারা একটা বড় পাত্র নিয়ে এল, রাজপুত্র এবং আর সকলেই দেখলো, একটা বিষধর বিরাট সাপ টুকরা করে পাত্রে রাখা আছে। তখন মন্ত্রীপুত্রের জন্য রাজপুত্র আর রাজ্যসুদ্ধ সব লোক দুঃখে হায়, হায় করে উঠলো। এমন কি, যে রাজা, রানী মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব দুচক্ষে দেখতে পারতেন না বান্ধুত্ব ছাড়াবার জন্য কত রকম চক্রান্ত করেছেন, তাঁরা ও দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। সকলের মুখেই এক কথা, এমন আদর্শ বন্ধুত্ব এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা আত্মত্যাগ কেউ কোন দিন কল্পনা করতেও পারেনা।

রাজপুত্র বন্ধুর পাষাণ দেহের উপর পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হল। যে বন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন করে বন্ধুকে অবধারীত মৃত্যর হাত থেকে এমন বুদ্ধির সঙ্গে বাঁচাতে পারে, সকলের রাগ, অপমান, ভৎসনা উপেক্ষা করে বন্ধুর জন্য এমন হাসি মুখে এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করতে পারে, সে বন্ধুত্বের তুলনা কোন কিছুর সঙ্গেই করা যায় না। এমন বন্ধুকেও সে সন্দেহ করেছিল। দুঃখে অনুতাপে রাজপুত্র অঝোরে কাঁদতে লাগলো। রাজা, রানী ও সকলে মিলে রাজ-পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর রাজপুত্র কিছুটা সামলে নিয়ে উঠে বসলো। তারপর রাজামশায়কে বলল—এই রাজসভার মধ্যে যেখানে মন্ত্রীপুত্র পাষাণ হয়ে প:ড় আছে, তার উপর মস্তবড় আর সুন্দর করে একটা ঘর তৈরী করাতে, আর যতশীঘ্র হয়। আমি বন্ধুর কাছেই থাকবো তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। রাজা-মশায় তখনই লোক জন ডেকে ঘর তৈরী কবার হুকুম দিলেন।

এইভাবে দিন যায়। রাজপুত্র সারাদিন বন্ধুর পাষাণ মূর্তির পাশে বসে থাকে। পাষাণ মূর্তির সঙ্গেই কথা বলে, গল্প করে আর তার বন্ধুত্বের গভীরতা বুঝতে না পেরে সন্দেহ করার জন্য অবিশ্বাস করার জন্য দুঃখ করে। ক্ষমা ভিক্ষা করে। খাওয়া দাওয়া, বাইরে বেড়ান, অন্য কারও সঙ্গে কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। রাজা, রানী, রাজকন্যা, অনেক করে রাজপুত্রকে বোঝায় সান্ত্বনা দেন।

পনের

এমন ভাবে এক বছর কেটে গেল। কিছুদিন পরে রাজকন্যার একটি ছেলে হল। রাজপুত্র এই খবরেরই প্রতিক্ষা করছিল। খবর শোনামাত্র রাজকন্যার ঘরে গিয়ে বলল—রাজকন্যা এখনই তোমার ছেলেকে দাও। রাজকন্যা ছেলের মুখ দেখে মায়া মমতায় সব ভুলে বলে উঠলো, না, না আমি ছেলেকে মেরে ফেলতে দিতে পারব না।

তখন রাজপুত্র জোর করে রাজকন্যার কাছ থেকে, ছেলেকে নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে তাড়াতাড়ি মন্ত্রীপুত্রের পাষাণের কাছে গেল আর তখনই তলোয়ার দিয়ে ছেলের গলা কেটে ফেলে, সেই রক্ত পাষাণের উরপ মাখিয়ে দিল।

আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র মানুষ হয়ে উঠে বসলো। রাজপুত্র খুব খুসি হয়ে বন্ধুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল মন্ত্রিপুত্র বাধা দিয়ে বলল—এখন নয় বন্ধুত্ব, বলেই রাজপুত্রের ছেলের কাটা ধড় ও মুণ্ড নিয়ে রাজপুত্র যে ঘোড়াতে চড়ে এসেছিল, সেই ঘোড়াতে লাফিয়ে চড়ে বসে, ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিল।

ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রি পুত্র সেই প্রাচীন বিশাল বটগাছের নীচে পেঁছে গেল।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীও যেন এরই প্রতিক্ষা করছিল। ব্যাঙ্গমা

তখনই নেমে এসে সেই ছেলের রক্ত নিয়ে গিয়ে তার বাচ্চাদের চোখে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাচ্চা দুজনের চোখ ফুটে গেল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী খুব খুসি হয়ে বলল—কতদিন পরে আমাদের বাচ্চার চোখ ফুটেলো। আজ আমরা খুব সুখী। তোমরাও সকলে খুব খুসি হবে, আমি রাজপুত্রের ছেলেকেও বাঁচিয়ে দেবো, আমি অনেক রকম ওষুধ জানি, বলে সেই ত্রিকালজ্ঞ বিরাট বিহঙ্গম তার কোটর থেকে এক রকম গাছের শিকড় এনে, তার রস বার করে বাচ্চার গলাতে লাগিয়ে মুণ্ড বসিয়ে দিতেই বাচ্চা বেঁচে উঠে কাঁদতে লাগলো।

বিহঙ্গম, মন্ত্রীপুত্রকে ছেলে দিতেই মন্ত্রীপুত্র অতিশয় খুসি হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ী এসে গেল। রাজপুত্রের কোলে তার জীবন্ত পুত্র দিয়ে বলল, শীঘ্র চল রাজকন্যার কাছে। তখন দুই বন্ধু রাজকন্যার কাছে গিয়ে রাজকন্যার কোলে জীবন্ত বাচ্চাকে দিতেই রাজকন্যা কান্না বন্ধ করে হেসে উঠলো।

পরিশিষ্ট

তখন সারা রাজ্য জুড়ে আনন্দের ঝড় বইতে লাগল। হাসির সমুদ্র বইতে লাগলো রাজা, রানীর মনে। রাজ্যসুদ্ধ সব লোক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। রাজামশায় সারারাজ্য জুড়ে আনন্দ-উৎসব লাগিয়ে দিলেন। নাচ, গান, বাজনা, নানা রকম আতশ বাজি, যাত্রা, থিয়েটার, ভুরিভোজ, খাওয়া দাওয়া সারা রাজ্য জুড়ে অবারিত চলতে লাগলো। দুই বন্ধুর মনের সব দুঃখ দূর হয়ে গেল।

তারপর রাজামশায়, রাজপুত্রকে রাজা ও রাজকন্যা কেশবতীকে রানী করে সিংহাসনে বসেয়ে দিলেন। আর মন্ত্রীপুত্র মন্ত্রীহয়ে সারাজীবন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে আনন্দ করে কাটাতে লাগ।

সমাপ্ত